রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে

الشعاعات

আশ-শুআআত

বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

সোজলার পাবলিকেশন
SOZLER PUBLICATION

الشعاعات

রিসালায়ে নূর সমগ্র থেকে
আশ-শুআআত
বদিউজ্জামান সাঈদ নূরসী

From The Risale-i Nur Collection
Ash-Shuaat
Bediuzzaman Said Nursi

অনুবাদ
রিসালায়ে নূর অনুবাদ কেন্দ্র

Translation
Risale-i Nur Translation Center

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০২৩

Published
September 2023

প্রকাশক
সোজলার পাবলিকেশন
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড,
বাংলাবাজার-১১০০, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৬৭৮২২০৬৪
ই-মেইল: sozlerpublicationbd@gmail.com

Publisher
Sozler Publication
34 North brook Hall Road,
Bangla Bazar-1100, Dhaka.
Mobile: 01767822064
e-mail: sozlerpublicationbd@gmail.com

মূল্য : ১০০০ (এক হাজার) টাকা মাত্র

Price : 1000 (One Thousand) Tk Only

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
দ্বিতীয় শুআ	৪
তৃতীয় শুআ	৪২
চতুর্থ শুআ	৫৯
ষষ্ঠ শুআ	৮৯
সপ্তম শুআ	৯৩
নবম শুআ	১৭১
এগারোতম শুআ	১৮১
বারোতম শুআ	২৫০
তেরোতম শুআ	২৬৯
চৌদ্দতম শুআ	৩২৯
পঞ্চম শুআ	৫৪৬
পনেরোতম শুআ	৫৭৪

আশ-শুআআত
দ্বিতীয় শুআ

[অ্যাসকিশেহির কারাগারের সর্বশেষ ফল
একত্রিশতম লামআর দ্বিতীয় শুআ]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

এই শুআটি কিছুটা পুরোনো হয়ে গিয়েছে। লেখায় এর সামঞ্জস্য নেই এবং তা ছাড়া অব্যবস্থাপনাও অনেকটা দায়ী ছিল। এমন পরিবেশের মধ্যে আমাকে এই বইটি লিখতে হয়েছে– যেখানে আমি ছিলাম যন্ত্রণাদগ্ধ, বিষণ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। আমার বন্ধুদেরকে কারামুক্ত করার পর অ্যাসকিশেহির কারাগারে আমি ছিলাম একা। দিন কাটাতে হয়েছে নির্জনতায় এবং একাকী ও বিষণ্নতায়। এমন সময়ে আমার এই বইটি লেখা হয়েছে।

আর সেই বইটিকে আমি দ্বিতীয়বার দেখেছি এবং যাচাই-বাছাই করেছি এই সময়ে এসে। অর্থাৎ সেই লেখাটি লেখার ষোলো বছর পর।[১] আমার মনে হচ্ছে, ঈমান ও তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে এই বইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ, মূল্যবান ও অনবদ্য।

সাঈদ নূরসী

["আল্লাহু আহাদ" এই ইসমে আজমের সাথে সংশ্লিষ্ট সুমহান সপ্তম নুকতা।
এটাই হলো ইসমে আজমের ছয়টি নুকতার সপ্তম নুকতা।]

সতর্কতা

আমার দৃষ্টিতে এই বইটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, এই বইটি লেখার সময়ে আমার নিকট ঈমানের সুমহান রহস্যাবলি এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাৎপর্যসমূহ সুস্পষ্ট হয়েছে। সুতরাং এই বইটিকে যেই পাঠকই গভীর চিন্তা-ভাবনা ও বুঝে বুঝে পড়বে, সে-ই নিজের ঈমানকে রক্ষা করতে পারবে ইনশাআল্লাহ। আমি যেহেতু এই কারাগারে কারো সাথে সাক্ষাৎ করতে পারিনি, তাই এর খসড়া দেখা হয়নি এবং দ্বিতীয়বার লেখাও হয়নি। খসড়া পাণ্ডুলিপি থেকে সংশোধন করার জন্য কাউকে দায়িত্বও দিতে পারিনি।

তুমি যদি এই বইটির মূল্য বুঝতে চাও এবং এর সুমহান বৈশিষ্ট্যকে অনুভব করতে চাও, তাহলে প্রথমে "দ্বিতীয়" ও "তৃতীয় ফল" নামক আলোচনাটি পাঠ করো। এই দুটি আলোচনা বইটির শুরুতেই রয়েছে। তারপর "শেষের উপসংহার" এবং এর দুই পৃষ্ঠা পূর্বের আলোচনাটি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করো। তারপর পুরো বইটিকে ধৈর্যসহকারে মনোযোগ দিয়ে পাঠ করো।

১. অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। কারণ, উস্তাদ অ্যাসকিশেহির কারাগারে ছিলেন ১৯৩৬ সালে।

এটা হলো ইজমে আজমের ছয়টি নুকতার "আল্লাহু আহাদ" সম্পৃক্ত সপ্তম নুকতাই আজম

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

وَبِهِ نَسْتَعِينُ

এই নুকতাটি লেখার সময় আমার অনুভব হয়েছে সুগভীর এক অনুভূতি, অবর্ণনীয় এক সৌন্দর্য, অশেষ স্বাদ ও আনন্দ এবং অপরিসীম মিষ্টতা ও স্নিগ্ধতা। আর এটা লাভ হয়েছে একটি আয়াতে কারিমা থেকে প্রাপ্ত সমুজ্জ্বল নুকতার নূরের বরকতে। আয়াতটি হলো– فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ এবং এই অনুভব লাভ হয়েছে সুপরিচিত নববী শপথের ইশারা ও ইলহাম থেকেও।

এই নুকতার মধ্যে তাওহিদের তিনটি "ফল" রয়েছে। তাওহিদের তিনটি দাবি রয়েছে এবং তাওহিদের তিনটি প্রমাণও রয়েছে।

হ্যাঁ, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর অধিকাংশ শপথের মধ্যেই বারবার বলেছেন–

وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ

শপথ সেই সত্তার, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের জীবন।[২]

এই সুমহান নববী শপথই এ কথা বর্ণনা করে যে, এই সৃষ্টিবৃক্ষের সুবিস্তৃত সীমানা, এই সৃষ্টিবৃক্ষের চূড়ান্ত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং এই সৃষ্টিবৃক্ষের দূরতম শাখা-প্রশাখা ওয়াহিদে আহাদ– এক ও একক সত্তার ক্ষমতার অধীন এবং তাঁর ইচ্ছার আওতাধীন। কেননা, সৃষ্টিজীবের মধ্যে সর্বোত্তমভাবে নির্বাচিত এবং সর্বাধিক সম্মানিত হলেন হজরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি নিজেই তাঁর নফসের মালিক ও অধিকারী নন; তিনি নিজেই তাঁর কাজে-কর্মে মুক্ত স্বাধীন নন; বরং তাঁর কাজকর্ম, চলাফেরা ও স্থিতি-অবস্থিতি অন্য কোনো সত্তার ইচ্ছা ও ক্ষমতার অধীন। তাহলে তো সর্বময় সুমহান ক্ষমতার সীমানার বাইরে অস্তিত্বজগতের কোনো বস্তুই নেই। বস্তুর যেকোনো অবস্থা এবং যেকোনো গতিবিধি সেই সত্তার ক্ষমতার বাইরে নেই। চাই তা আংশিক হোক বা সামগ্রিক এবং সেই সুমহান সত্তার ইচ্ছার বাইরেও কোনো কিছু নেই। সুতরাং সুগভীর তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থপূর্ণ সাহিত্যালঙ্কারময় এই নববী শপথ আমাদের নিকট ব্যক্ত করে এবং প্রকাশ করে তাওহিদ। সর্বময় ও সর্বমহান তাওহিদে রুবুবিয়াত।

রিসালায়ে নূর-এর "সিরাজুন নূর" সংকলনের মধ্যে[৩] আমি এই ধরনের সমুজ্জ্বল একশোটি প্রমাণের বর্ণনা করেছি। বরং এক হাজারটি প্রমাণের বর্ণনা করেছি। সেগুলো এই তাওহিদের প্রমাণ বর্ণনা প্রসঙ্গে। তাই এই সুমহান হাকিকতের বিস্তারিত আলোচনা এবং সেগুলোর প্রমাণ বর্ণনা দেখার জন্য "সিরাজুন নূর" সংকলনকে অধ্যয়ন করতে বলব। তবে এই দ্বিতীয় শুআয় ঈমানের সেই সুমহান বাস্তবতাকে সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করব। আমার এই আলোচনা হবে তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত।

---

২. দেখুন : রাসুলের এই শপথের উদাহরণসমূহ। সহিহ বুখারি, কিতাবুস সাওম, ৯; কিতাবুল হিবাহ-২৮; বাবুল মানাকেব-২৫; বাবুল মাগাযি-৮; সহিহ মুসলিম, কিতাবুল ঈমান-১৮৩, ২৪০, ৩২৭

৩. সিরাজুন নূর হলো রিসালায়ে নূর-এর একটি সংকলন। এর মধ্যে রয়েছে মুনাজাত, মারজা, শুয়ুখ, মারাতিবুল আয়াতিল হাসবিয়্যাহ, হিকমাতুল ইসতিয়াযাহ, নাওয়াফেজ, দেনিযলি আদালতে উস্তাদ নূরসীর প্রতিহত করার বিবরণ, আশরাতুস সাআহ এবং রিসালায়ে নূর-এর আরও কিছু নির্বাচিত আলোচনা।

প্রথম অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আমি তাওহিদি হাকিকত তথা আল্লাহর একত্ববাদের বাস্তবতার তিনটি পূর্ণাঙ্গ ফলের আলোচনা করব। এই ফলগুলো আমার অন্তরের ইচ্ছে ও শখকে আকর্ষণ করেছে। এই তাওহিদি হাকিকতের সামগ্রিক কিছু ফল রয়েছে– যেগুলো অনেক চমৎকার ও সুস্বাদু এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ ও নূরময়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হবে এই সুমহান হাকিকতের তিনটি দাবি এবং এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ। এটাকে শুধু তিনটি দাবি ও কারণ হিসেবে দেখলে ভুল হবে; বরং এগুলো দৃঢ়তায় তিন হাজার দাবি ও কারণের সমান।

তৃতীয় অধ্যায় : এই অধ্যায়ে সেই সুস্পষ্ট তাওহিদি হাকিকতের তিনটি আলামত উল্লেখ করা হবে। এটাকেও শুধু তিনটি আলামত ও নিদর্শন হিসেবে দেখলে ভুল হবে; বরং এগুলোও দৃঢ়তায় তিনশো আলামত, নিদর্শন ও দলিলের সমান।

প্রথম মাকামের
প্রথম ফল

জামালে ইলাহি, কামালে রব্বানি প্রকাশ পায় তাওহিদ ও ওয়াহদাতের মধ্যে। ওয়াহদাত যদি না থাকত; তাহলে সেই অনাদি গুপ্তভান্ডার আমাদের অজানাই থেকে যেত।

হ্যাঁ, আল্লাহর সৌন্দর্য ও পূর্ণতা অশেষ। তাঁর প্রভুময় শোভা ও সুন্দরের দিক অসংখ্য। তাঁর দয়াময় ঔজ্জ্বল্য ও নিয়ামত অগণিত ও অপরিসীম। তাঁর অমুখাপেক্ষী পূর্ণাঙ্গতা ও রূপময়তা পরিসীমাহীন। এই সবকিছুই শুধু তাওহিদের আয়নার মধ্যে প্রত্যক্ষ হয়। তাওহিদের মাধ্যমে এবং আল্লাহর নামসমূহের তাজাল্লি ও দীপ্তিসমূহের নূরের মাধ্যমে– যেই নূর রয়েছে সৃষ্টিবৃক্ষের সর্বোচ্চ শিখরে বিদ্যমান বিভিন্ন অংশের বৈশিষ্ট্যসমূহের মধ্যে।

এর জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। ছোট্ট দুধের বাচ্চার নিকট তৃপ্তিদায়ক বিশুদ্ধ দুধ এসে হাজির হওয়া একটা আংশিক কর্ম। এই বাচ্চার কোনো ক্ষমতা নেই, শক্তিও নেই। কোথা থেকে তার নিকট দুধ আসবে সেটাও তার কল্পনায় নেই। অথচ রক্ত ও গোবরের মাঝ দিয়ে স্বচ্ছ, সাদা পবিত্র দুধ পাঠানো হচ্ছে। এই আংশিক কর্মকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর সমস্ত দুধপায়ী শিশুর ক্ষেত্রে আল্লাহর দয়ার চিরন্তন সৌন্দর্য অলৌকিকভাবে প্রকাশ পাচ্ছে। সুস্পষ্ট পূর্ণতার রূপে এবং সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাচ্ছে। এতে আরও প্রকাশ পায় যে, এই শিশুরা আল্লাহর কতটা দয়া ও ভালোবাসা এবং মমতা ও সহানুভূতি লাভ করছে। এটা পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে মায়েদেরকে এই শিশুদের অনুগত করে দেওয়ার মাধ্যমে। কিন্তু এই আংশিক কর্ম অর্থাৎ শিশুদের নিকট দুধ পৌঁছে দেওয়াটাকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখা হয়, তাহলে দেখব যে, আল্লাহর সেই সুস্পষ্ট সৌন্দর্য একেবারেই গোপন হয়ে আছে। আমাদের নিকট সেই সৌন্দর্য অজানা হয়ে আছে এবং তা আর কখনোই প্রকাশ হয় না। কেননা, এমনিভাবে সেই আংশিক জীবনোপকরণ তখন পরিবর্তিত হয়ে চলে যাবে উপায়-উপকরণের দিকে, আমাদের দেখা এই প্রকৃতির দিকে এবং মহাবিস্ফোরণের এই বিশ্বে আকস্মিকতার দিকে।

ফলে চিরতরে হারিয়ে যাবে এর মূল্যায়ন; বরং এর বাস্তবচিত্র ও প্রকৃত রূপ আমাদের জ্ঞানের হাতছাড়া হয়ে যাবে।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। দুরারোগ্য কোনো ব্যাধির প্রতিকার ও চিকিৎসাকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে দয়াময় রবের সহানুভূতি ও ভালোবাসা সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গরূপে প্রকাশ পাবে। পৃথিবী নামক এই বিরাট হাসপাতালের শয্যাশায়ী সমস্ত রোগীর নিকট সুস্থতার দয়া ও অনুগ্রহ হিসেবে প্রকাশ পাবে। পৃথিবী নামক বিশাল ঔষধালয় থেকে স্বাস্থ্যকর বিভিন্ন ঔষধ দ্বারা সাহায্য করার মাধ্যমে এবং নিরাময়কারী বিভিন্ন চিকিৎসা দ্বারা সহায়তা করার মাধ্যমে এই দয়া ও অনুগ্রহ প্রকাশ পায়। কিন্তু এই আংশিক কর্ম অর্থাৎ নিরাময় ও সুস্থতা দান– যা জ্ঞানবিজ্ঞান, গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভব-অনুভূতি দ্বারা লাভ হয়, এই নিরাময় ও সুস্থতাকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখা হয়, তাহলে নিরাময় ও সুস্থতার ব্যাপারে ভাবা হবে যে, এগুলো শুধুই আমাদের নিষ্প্রাণ ঔষধের কার্যকারিতার ফল এবং অন্ধ শক্তি ও বধির প্রকৃতির সক্রিয় ফল। তখনই আল্লাহর সেই দয়াময় দানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য, হিকমত ও রহস্য এবং মর্যাদা ও মূল্যায়ন আমাদের থেকে সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে যাবে।

এই অধ্যায়ের আলোচনা প্রসঙ্গে রাসুলের ওপর দুরুদ পাঠের একটি রহস্য মনে পড়ে গেল। এখানে তা বর্ণনা করছি।

নিম্নের দুরুদটি শাফেয়ি মাজহাবের অনুসারীদের নিকট খুবই পরিচিত এবং সর্বাধিক আলোচিত। তারা নামাজের জিকির ও দোয়া পাঠের পরে এই দুরুদটি পড়ে থাকেন। দুরুদটি হলো–

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ كَثِيرًا كَثِيرًا

এই বরকতময় দুরুদটি অনেক গুরুত্ব বহন করে। কেননা, মানবসৃষ্টির তাৎপর্য এবং মানুষের সকল যোগ্যতার রহস্যই হলো তাঁর মহান স্রষ্টার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাঁর নিকট কাকুতি-মিনতি করা এবং তাঁর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। এটা করতে হবে সদা সর্বদা; বরং প্রতিটি মুহূর্তে ও প্রত্যেক ক্ষণে। তাই সবচেয়ে কার্যকরী প্রতিহতকারী ও কর্মক্ষমতার অধিকারী সঞ্চালক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করছে আল্লাহর দরবারে আশ্রয় প্রার্থনা করতে এবং মানুষকে সেই (আশ্রয় প্রার্থনার) দিকে নিয়ে যায় বিভিন্ন অসুখ ও রোগ-ব্যাধি। যেমনিভাবে বিভিন্ন ধরনের আরোগ্য ও সুস্থতা এবং নানান প্রকৃতির ওষুধ ও চিকিৎসা রয়েছে বিভিন্ন সুস্বাদু ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত নিয়ামতের মধ্যে। যেই নিয়ামত মানুষকে আগ্রহভরে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে উৎসাহী করে তোলে এবং পূর্ণ তাৎপর্যের সাথে আল্লাহর প্রশংসা করতে ও অনুগ্রহ স্বীকার করতে আগ্রহী করে তোলে। এই সকল কারণেই রাসুলের ওপর পাঠ করা এই দুরুদ অনেক মূল্যবান ও এবং সুগভীর তাৎপর্যময়।

তাই আমি যখনই বলি– بِعَدَدِ كُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٍ (দুনিয়াতে যত রোগ আছে, ওষুধ আছে তত পরিমাণ) তখনই আমি সুস্পষ্টভবে অনুভব করি– এক প্রকৃত আরোগ্য দানকারী শাফিয়ে হাকিকি রয়েছেন, তাঁর পূর্ণাঙ্গ সহানুভূতি রয়েছে, তাঁর পরিপূর্ণ ভালোবাসা রয়েছে, তাঁর সর্বময় দয়া ও অনুগ্রহ রয়েছে। তিনি সকল জাগতিক রোগ এবং আধ্যাত্মিক ব্যাধির সুচিকিৎসা ও ঔষধ দান করেছেন। ছড়িয়ে দিয়েছেন পৃথিবীর আনাচেকানাচে। যেই পৃথিবীটাকে আমার কাছে মনে হয় বিরাট এক হাসপাতাল।

আরও একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার আধ্যাত্মিক ভয়ংকর যন্ত্রণায় যার অন্তর ব্যথিত, তার অন্তরে যখন ঈমানের হিদায়াত বয়ে যায়, তখন সেটাকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে সেই অক্ষম ধ্বংসশীল ব্যক্তি হয়ে যায় তার মহান মাবুদের একজন সম্বোধিত বান্দা এবং রব্বুল আলামিন ও জগতের বাদশাহর একজন গোলাম। আল্লাহ তাকে এই ঈমানের দ্বারা দান করেন চিরন্তন সুখ ও সৌভাগ্য, অনন্তকালের জন্য সুবিস্তৃত চিরসৌন্দর্যময় রাজত্ব এবং চিরস্থায়ী আবাসস্থল; বরং সেই ব্যাপক ও মহান দয়ায় প্রত্যেক মুমিনকে তার মর্যাদা অনুযায়ী দান করা হয় এমন জগৎ।

এমনিভাবে মহানুভব ও মহান অনুগ্রহকারী জাতে কারিম ও মুহসিন সত্তার সৌন্দর্য এই মহা অনুগ্রহের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করা যায়; বরং তা পাঠ করা যায়। এই চিরন্তন সৌন্দর্য কখনো নিশ্চিহ্ন হবে না, ধ্বংস হবে না। তার সুস্পষ্ট দীপ্তি সমস্ত মুমিনকে আল্লাহর বন্ধুরূপে পরিণত করে এবং তাঁর নির্দেশের অনুগত বানিয়ে দেয়; বরং একদল মুমিনকে তো আল্লাহর একেবারে সত্য প্রেমিক ও আল্লাহপাগল বানিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে এই অনুগ্রহ তথা সেই ব্যক্তিকে হিদায়াত দানের অনুগ্রহকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেখা হয়, তাহলে সেই ব্যক্তির আংশিক ঈমানের ক্ষেত্রে বলা হবে যে, মানুষ নিজেই নিজের ব্যাপারে দায়িত্বশীল; যেমনটা বলে থাকে বিপথগামী মুতাজিলা সম্প্রদায়ের লোকেরা। অথবা মানুষ উপায়-উকরণের অনুগত। ফলে আল্লাহর সেই মূল্যবান মণিমুক্তো– যার বিনিময় শুধু জান্নাতই হতে পারে, সেই মণিমুক্তো এমন এক কাঁচের নিকট দায়িত্ব অর্পণ করে, যা পবিত্র সত্তার দীপ্তি ও ঝিলিককে প্রতিবিম্বিত করে। তারপর তা পরিণত হয়ে যায় শুধু একটি মূল্যহীন কাঁচে।

উপযুক্ত তিনটি উদাহরণের ওপর আরও অন্যান্য বিষয়গুলোকে অনুমান করা হবে। কেননা, আল্লাহর হাজারো ধরনের সৌন্দর্য এবং লক্ষ লক্ষ প্রকারের পূর্ণতা তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকাশ পায়, আমাদেরকে অনুধাবন করায় এবং এর যথার্থতাকে আমাদের নিকট প্রমাণিত করে তোলে। আর এটা সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়েছে আল্লাহর বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দ্বারা। এটা সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়েছে ক্ষুদ্রতর বস্তুগুলোর বিভিন্ন আংশিক অবস্থার মধ্যে। যেই ক্ষুদ্রতর বস্তুগুলো রয়েছে অস্তিত্বজগতের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত সীমানায়। আল্লাহর এই সৌন্দর্যের প্রকাশ এবং অন্তরে এর পূর্ণতার অনুভূতি লাভ হয় তাওহিদের মাধ্যমেই। এই সৌন্দর্য ও পূর্ণতা দ্বারা আত্মিকভাবে অনুভব করা যায়। এই প্রকাশ ও অনুভূতি সমস্ত আওলিয়া ও সুফী-সাধকদের উদ্বুদ্ধ করে যে, তারা যেন কালিমায়ে তাওহিদ তথা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির এবং বারবার তা উচ্চারণ করায় আধ্যাত্মিক তৃপ্তিদায়ক স্বাদ ও সুমিষ্ট আত্মিক খোরাক প্রার্থনা করে।

যেহেতু আল্লাহর সুমহান বড়ত্ব, তাঁর প্রশংসিত মহত্ত্ব এবং অমুখাপেক্ষী প্রভুত্বের প্রভাব ও মর্যাদা কালিমায়ে তাওহিদের মধ্যে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয়। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

اَفْضَلُ مَا قُلْتُ اَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِى لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ

'আমি এবং আমার পূর্ববর্তী নবিগণের সর্বোত্তম বাক্য ছিল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই)।'[৪]

৪. দেখুন : সুনানে তিরমিজি, কিতাবুদ দাওয়াত, পৃ.-১২৩; মুয়াত্তা, আল কুরআন, পৃ.-৩২; কিতাবুল হজ, পৃ.-২৪৬; মুসান্নাফে আব্দুর রাযযাক, ৪/৩৭৮; সুনানুল কুবরা, বায়হাকি ৪/২৮৪

হ্যাঁ, একটি ফল, একটি ফুল, একটি আলো– এগুলোর প্রত্যেকটাই ছোট্ট আয়নার মতো প্রতিবিম্বিত করে বিস্তৃত রিজিককে, আংশিক নিয়ামতকে এবং পরিব্যাপ্ত দয়া ও অনুগ্রহকে। কিন্তু তাওহিদের রহস্যের মাধ্যমে সেই ছোটো ছোটো আয়নাগুলো পরস্পরকে সরাসরি সাহায্য-সহযোগিতা করে। একটি আরেকটির সাথে সংযুক্ত হয়ে থাকে। ফলে সেই প্রজাতি এমন একটি সুবিশাল প্রশস্ত আয়নায় পরিণত হয়ে যায়– যা আল্লাহর একধরনের সৌন্দর্যকে প্রতিবিম্বিত করে, যেই সৌন্দর্য ওই প্রজাতি দ্বারা বিশেষ তাজাল্লি ও দীপ্তি লাভ করে। ফলে তাওহিদের রহস্য সেই ক্ষণস্থায়ী সাময়িক সৌন্দর্যের মধ্য থেকে চিরস্থায়ী অনন্ত এক সৌন্দর্যকে প্রকাশ করে। এর অর্থ হলো, তাওহিদের রহস্যে সেই আংশিক বস্তুটি আল্লাহর সৌন্দর্যের আয়নায় পরিণত হয়ে যায়; যেমনটা বলেছেন মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি–

آنْ خَيَالَاتِی كِه دَامِ اَوْلِيَاسْت * عَكْسِ مَهْرُويَانِ بُوسْتَانِ خُدَا اَسْتْ

পক্ষান্তরে সেই সৌন্দর্যকে যদি তাওহিদের দৃষ্টিকোণ থেকে না দেওয়া হয় অর্থাৎ তাওহিদের রহস্য যদি না থাকত, তাহলে সেই আংশিক ফল ছিন্ন ও মুক্ত হয়ে যেত, একাকী থেকে যেত এবং তার সঙ্গীদের থেকে পৃথক থেকে যেত। তখন সেই পবিত্র সৌন্দর্য প্রকাশ পেত না। সেই সুমহান সুউচ্চ পূর্ণতাও সুস্পষ্ট হতো না; বরং সেই আংশিক ঝলক ও দীপ্তির মধ্যেও অন্ধকার ছেয়ে যেত। বিনষ্ট হয়ে যেত। উৎকৃষ্ট মূল্যবান হীরকখণ্ড তখন নিকৃষ্ট কাঁচটুকরায় পরিণত হয়ে যেত।

এমনিভাবে তাওহিদের রহস্যে প্রাণবিশিষ্টদের মধ্যে সৃষ্টিবৃক্ষের ঝুলে থাকা সেই ফলগুলোকে প্রকাশ করে আল্লাহর পরিচিতি, একক প্রভুত্বপূর্ণ ক্ষমতা, তাঁর সাতটি গুণাবলির হিসেবে আধ্যাত্মিক দয়ালু নিদর্শন, নামসমূহের সুদৃঢ়তা এবং নির্দিষ্ট ঝলক। এই নিদিষ্ট ঝলক তাদের জন্য যারা নিম্নোক্ত আয়াতের সম্বোধিত। আয়াতটি হলো– اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আর যদি তাওহিদের রহস্যকে না দেখা হয়, তাহলে সেই পরিচিতির ঝলক, একত্ব, নিদর্শন ও নির্ধারণ ব্যাপক বিস্তৃত হয়ে যাবে। বিস্তৃত হতে হতে সমস্ত জগৎ ছেয়ে যাবে। অবশেষে সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে এবং আড়াল হয়ে যাবে। তখন সেই রহস্য শুধুই প্রকাশ পাবে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অন্তরের সামনে এবং প্রকাশ পাবে ব্যাপক ও সুবিস্তৃত অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্নদের নিকট। কেননা, সুমহান বড়ত্ব তখন এই সৃষ্টির সামনে আবরণ ফেলে দেবে। সবাই তখন অন্তরের চোখ দিয়ে তা দেখতে পারবে না।

এমনিভাবে তাওহিদের রহস্যে সেই আংশিক প্রাণবন্তদের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করিয়ে দেবে যে, এর স্রষ্টা আংশিক প্রাণবন্তকে দেখেন, তার অবস্থা জানেন, তার ডাক শোনেন এবং যেভাবে ইচ্ছা তিনি তাকে আকৃতি দান করেন। এই জীবন্ত জগতের কারিগরির আড়ালেও অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মুমিনদের নিকট প্রকাশ হয় মহাক্ষমতাবান, স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী, সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ ও দ্রষ্টা সুমহান সত্তার আধ্যাত্মিক পরিচয় ও পরিচিতি। বিশেষ করে প্রাণবিশিষ্ট বস্তুগুলোর মধ্য থেকে মানুষের সৃষ্টি-কারিগরির আড়ালে সেই আধ্যাত্মিক পরিচয় ও পরিচিতি সুস্পষ্টভাবে প্রত্যক্ষ হয়, ঈমান ও তাওহিদের রহস্যে। কেননা, মানুষের মধ্যে রয়েছে সেই আধ্যাত্মিক পরিচিতির মূল নমুনা, তথা একক সত্তার পরিচিতির নমুনা। এই পরিচিতিই হলো ইলম ও জ্ঞান, কুদরত ও ক্ষমতা, জীবন ও প্রাণ, শ্রবণ, দর্শন এবং আরও অন্যান্য রহস্য। এই নমুনা ইশারা করে সেই মূলের দিকে। কেননা– উদাহরণস্বরূপ– যিনি চোখ সৃষ্টি করেছেন (স্রষ্টা) তিনি চোখকে দেখেন।

এমনকি চোখ একটি সূক্ষ্ম বিষয় দেখলে সেটাও তিনি দেখেন। তারপর চোখ দান করেছেন। যাই হোক, মনে করো– চশমা প্রস্তুতকারী তোমার চোখের জন্য একটি চশমা বানাবে– যেটা তোমার চোখের মাপ অনুযায়ী হবে। এমনিভাবে (স্রষ্টা) কানকে বিদীর্ণ করেছেন। অবশ্যই কান যা শোনে, তিনি তাও শোনেন। তারপর তিনি মানুষকে কান দান করেন। এভাবে অন্য গুণাবলিকে অনুমান করে নাও।

এমনিভাবে মানুষের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের নকশা ও চিত্র এবং সেগুলোর তাজাল্লি ও দীপ্তি। এই নকশা ও তাজাল্লি দ্বারাই মানুষ সেই সকল পবিত্র তাৎপর্যসমূহের সাক্ষ্য প্রদান করে।

এমনিভাবে মানুষ নিজ অক্ষমতা ও অপারগতা, নিঃস্বতা ও দুর্বলতা এবং অজ্ঞতা ও জ্ঞানহীনতার মাধ্যমে ভিন্নভাবে সেই আয়নার দায়িত্ব পালন করে। কেননা, এর দ্বারা মানুষ সেই সত্তার গুণাবলির সাক্ষ্য প্রদান করে– যিনি তার দুর্বলতা ও অপারগতায় দয়া করেন এবং যিনি তার অক্ষমতার সময় সাহায্য করেন। অর্থাৎ মানুষ সাক্ষ্য প্রদান করে মহান আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতার, তাঁর ইলম ও জ্ঞানের এবং তাঁর ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষার। এমনিভাবে আল্লাহর অবশিষ্ট সুমহান গুণাবলির কথা বুঝে নাও।

সুতরাং তাওহিদের রহস্য দ্বারাই আল্লাহর নামসমূহের এক হাজার একটি নাম সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়। সংখ্যাধিক্যের সর্বশেষ সীমানায় এবং বিচ্ছিন্নভাবে এর সর্বাধিক আংশিক ক্ষেত্রে। "প্রাণবিশিষ্ট" নামক ছোটো ছোটো পুস্তিকার মধ্যে সুদৃঢ় ও সুসংহত হয়। তাওহিদের রহস্যে সুস্পষ্টভাবে পড়া যায়। তাই সেই প্রজ্ঞাময় স্রষ্টা সর্বাধিক পরিমাণে "প্রাণবিশিষ্টের" অনেক অনুলিপি সৃষ্টি করেছেন। বিশেষ করে এর ছোটো ছোটো অনেক ক্ষুদ্র দল বিভিন্ন আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলোকে পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন।

যা আমাকে প্রথম ফলের হাকিকতের দিকে আকৃষ্ট করেছে এবং আমাকে এখানে উপনীত করেছে, তা হলো আমার বিশেষ রুচিবোধের অনুভূতি। সেটা হলো–

প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টিদের অবস্থার জন্য আমি অনেক কষ্ট পেতাম। বিশেষ করে সেগুলোর অনুভূতিসম্পন্নদের জন্য। সেগুলোর মধ্যে আরও বিশেষ করে মানুষের অবস্থার জন্য। বিশেষ করে নির্যাতিত ও নিপীড়িত এবং বিপদগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্তদের জন্য। কারণ, আমার মধ্যে ছিল বাড়তি অনুভূতি এবং অধিক সহানুভূতি। তাই তাদের অবস্থা দেখে আমার মনে কষ্ট লাগত, আমার সহানুভূতিকে জাগিয়ে তুলত, আমার অন্তরকে ব্যথিত করে তুলত এবং আমাকে বিষণ্ন করে ফেলত।

তাই আমি অন্তরের অন্তস্তল থেকে বলতাম– "জগতে প্রচলিত আইন-কানুন ও বিধান-সংবিধান এই দুর্বল ও অসহায়, হতাশ ও নিরাশ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদগ্রস্ত লোকদের কথা শুনতে পায় না। এই প্রভাব বিস্তারকারী অন্ধ-বধির উপাদান ও উপায়-উপকরণ তাদের কান্নার আওয়াজ শুনতে পায় না। 'এমন কি কেউ নেই, যে তাদের এই দুর্দশার সময়ে তাদের পাশে দাঁড়াবে? তাদের প্রতি দয়ালু হয়ে এবং তাদের অবস্থায় সহানুভূতিশীল হয়ে। যখন তারা বিলাপ করতে থাকে।" আমার অন্তর তো ভেতর থেকে চিৎকার করতে থাকে। এমনিভাবে আমি মনের গভীর থেকে বলতাম– "এমন কি কোনো প্রকৃত মালিক নেই, এমন কি কোনো মহিমান্বিত অভিভাবক নেই, যে এই গোলাম ও বান্দাদেরকে রক্ষা করবেন এবং তাদের দায়িত্ব নেবেন? যারা অসাধারণ প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে এবং অনেক মূল্যবান সম্পদ এবং এই আন্তরিক বন্ধুগণ অনেক আগ্রহী ও অনেক কৃতজ্ঞ।" হ্যাঁ, আমার অন্তর সর্বশক্তি ব্যয় করে চিৎকার দিয়ে ওঠে।

যথেষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ একটি উত্তর আমার অন্তরকে অনেক প্রশান্তি ও তৃপ্তি দান করেছে। আমার হৃদয়ের আবেগময় প্রার্থনাকে শান্ত করেছে এবং আমার অন্তরের মুক্ত আওয়াজ শুনেছে। সেই উত্তরটি হলো, এই প্রিয় বান্দারা মহামহিম রহমান রহিম আল্লাহর ব্যাপক বিধান ও সংবিধানের নিয়ম অনুযায়ীই কান্নাকাটি করছে। তারা দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার কষাঘাতে পড়ে এবং পিষ্ট হয়ে প্রার্থনা করছে। তাওহিদের রহস্যে আল্লাহ তাআলা তাদেরকে দান করেন বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ, বিশেষ দান ও সাহায্য এবং প্রত্যেক বস্তুর বিশেষ কর্তৃত্ব। এগুলো তাঁর বিধান ও সংবিধান এবং আইন-কানুন বহির্ভূত দান এবং আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বস্তুকে তাঁর বিশেষ মহামহিম সত্তা দ্বারা পরিচালনা করেন। তিনি প্রত্যেক বিপদগ্রস্ত ও দুর্দশাগ্রস্তের অভিযোগের কান্না শোনেন। তিনিই প্রত্যেকটা বস্তুর প্রকৃত মালিক ও অধিপতি এবং সত্য অভিভাবক।

কুরআন থেকে এবং ঈমানের নূর থেকে আমি যখন এই রহস্য অনুধাবন করতে পেরেছি, তখন আমি এমন এক আনন্দের অনুভব করি– যা আমার পুরো সত্তাকে প্রফুল্ল করে তোলে এবং আমার গভীর হতাশাকে বিদূরিত করে ফেলে। আমার মতে– প্রত্যেক প্রাণবন্ত সৃষ্টি তার স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে এবং তাঁর দাসত্ব মেনে নেওয়ার কারণে হাজারো গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান উচ্চমর্যাদা লাভ করে। কারণ, প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনিবের শ্রেষ্ঠ হওয়া নিয়ে, মর্যাদার অধিকারী হওয়া নিয়ে গর্ব ও গৌরব করে। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনিবের প্রসিদ্ধ হওয়া নিয়ে এবং সুখ্যাতি নিয়ে নিজেকে মর্যাদার অধিকারী মনে করে, যার ফলে তার অন্তরের মধ্যে একধরনের সম্মান ও শ্রদ্ধা এবং গর্ব ও গৌরব সৃষ্টি হয়। কোনো সন্দেহ নেই যে, ঈমানের যেই নূর সেই সম্পর্ক ও দাসত্বের পরিধি বৃদ্ধি করে, সেই নূর-ই ফেরআউনের ওপর পিঁপড়াকে বিজয় দান করে; সেই সম্পর্কের জোরে। তার জন্যই তো গর্ব করা সাজে। তার গর্বই তো অনেক মূল্যবান, উদাসীনতায় বিভোর ফেরআউনের গর্ব করার চেয়ে যে নিজেকে মুক্ত স্বাধীন মনে করে, নিজের ফেরআউনসুলভ বাপ-দাদাদের নিয়ে এবং মিসরের রাজত্ব ও কর্তৃত্ব নিয়ে গর্ব করে। এই গর্ব তো কবরের দরজার সামনেই শেষ হয়ে যাবে। এমনিভাবে মশা– সেই সম্পর্কের জোরে– নমরুদের অহংকারের প্রাসাদকে ধ্বংস করে দিতে পারে। যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনায় তার মত্ততা ও উন্মাদনা নিঃশেষ হয়ে যাবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ এই আয়াতে কারিমা আমাদেরকে শিক্ষা দান করে যে, শিরকের মধ্যে রয়েছে নিকৃষ্ট অপরাধ। কেননা, এটা গর্হিত বড়ো অপরাধ। কারণ, এই অপরাধ প্রত্যেকটি সৃষ্টির অধিকারকে নষ্ট করে এবং মর্যাদা ও সম্মান বিনষ্ট করে। জাহান্নামের আগুন ছাড়া আর কোনো কিছু শিরকের এই অপরাধের শাস্তিবিধান করতে পারবে না।

তাওহিদের দ্বিতীয় ফল

এই "ফল"টি সৃষ্টিজগৎ এবং এর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে। যেমনিভাবে প্রথম "ফল"টি ছিল রাব্বুল আলামিনের পবিত্র সত্তা সম্পর্কে।

হ্যাঁ, ওয়াহদাতের রহস্যে সৃষ্টিজগতের বৈশিষ্ট্য ও যোগ্যতাসমূহ পূর্ণাঙ্গতা পায়, সৃষ্টিরাজির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম দায়িত্বসমূহকে উপলব্ধি করা যায়, সৃষ্টবস্তুগুলোর সৃষ্টির ফলাফল সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয় এবং বস্তুসামগ্রীর গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। এই পৃথিবীতে আল্লাহর কী উদ্দেশ্য সেটা প্রকাশ পায়। ভীতিপ্রদ এই

পরিবর্তনের মধ্যেও এই ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনার তীব্র বীভৎস ক্রোধান্বিত নিদর্শনের আড়ালে আল্লাহর হিকমত ও প্রজ্ঞা এবং রহমত ও দয়ার হাস্যোজ্জ্বল চমৎকার রূপ প্রকাশ পায় এবং এই রহস্য দ্বারা এও জানা যায় যে, এই ধ্বংস ও বিনাশের আড়ালে যেই সৃষ্টিরাজি রয়েছে এবং এই প্রত্যক্ষ জগৎ থেকে বিদায় হয়েছে, সেগুলোও নিজেদের পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের অনেক সৃষ্টি রেখে গেছে। সেই পূর্বের ফলাফল, পূর্বের বৈশিষ্ট্য, সেই রুহ ও আত্মা এবং সেই তাসবিহ ও প্রশংসাবাণী স্থাপন করেছে। তারপর এই জগৎ ছেড়ে চলে গিয়েছে।

ওয়াহদাতের রহস্যে আরও বুঝা যায় যে, পুরো সৃষ্টিজগৎ একটি অমুখাপেক্ষী সত্তার গ্রন্থ, যার মধ্যে রয়েছে সুগভীর তাৎপর্য। পুরো সৃষ্টিরাজি আল্লাহর অনেকগুলো ছোটো ছোটো পুস্তিকার সংকলন-সমগ্র। এগুলো সীমাহীন অলৌকিক ও অভূতপূর্ব। সমস্ত সৃষ্টি– তার শাখা-প্রশাখাসহ– আল্লাহর অনেকগুলো বাহিনী। এগুলো সুবিন্যস্ত ও গভীর অর্থপূর্ণ। সকল ধরনের উৎপাদিত দ্রব্য, অণুজীব ও পিঁপড়া থেকে শুরু করে গন্ডার পর্যন্ত এবং ঈগল থেকে শুরু করে চলমান গ্রহ-নক্ষত্র পর্যন্ত, সবকিছু অনাদি বাদশাহর নির্দেশে দায়িত্ব পালন করে, অনুগত হয়ে থাকে এবং বাধ্যগত।

তাওহিদের রহস্যে প্রত্যেকটি বস্তু তার নিজস্ব মান ও মর্যাদার তুলনায় কয়েক হাজার গুণ বেশি মান-মর্যাদা লাভ করেছে, তার সম্পর্ক হিসেবে এবং আয়নার দায়িত্ব পালন হিসেবে। সৃষ্টিরাজির প্রবাহের উৎস কোথায়? কুল মাখলুকাতের কাফেলা কোত্থেকে আসছে? এসবের গন্তব্যই-বা কোথায়? এসব সৃষ্টিরাজি কেন আসে আর তারা কী কাজই-বা করে?– এসব অজানা প্রশ্নের গুপ্ত রহস্য উন্মোচন হয়ে যায়।

এই সবকিছুই হয় তাওহিদের রহস্যে। কেননা, তাওহিদ যদি না থাকত, তাহলে এই নিখিল সৃষ্টির সকল বৈশিষ্ট্য এবং সামনে আলোচিত সকল পূর্ণতা বিলীন হয়ে যেত এবং সুমহান ও সমুচ্চ সকল হাকিকত ও বাস্তবতাগুলো উলটো পথে চলা শুরু করত।

এমনিভাবে, শিরক ও কুফর এত জঘন্য অপরাধ– যা সৃষ্টিজগতের সকল পূর্ণতার ওপর সংক্রমিত হয়, সৃষ্টিজগতের সুমহান অধিকারগুলোর ওপর সীমালঙ্ঘন করে এবং এর সুউচ্চ হাকিকত ও বাস্তবতার ওপর প্রচ্ছন্ন প্রলেপ দিয়ে যায়। তাই নিখিল বিশ্ব শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর ক্রোধান্বিত থাকে। আসমান-জমিন তাদের ওপর রাগে ফেটে যায়। সৃষ্টিজগৎ তাদেরকে ধ্বংস করতে একতাবদ্ধ হয়ে যায়। তাই তো আমরা দেখি, হজরত নূহের আ. জাতিকে ডুবিয়ে নিঃশেষ করে দিয়েছে। বজ্রাঘাতে আদ সম্প্রদায়কে ধ্বংস করা হয়েছে। প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে সামুদ সম্প্রদায়কে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ফেরআউন ও তাদের দোসরদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে চুবিয়ে শেষ করে দেওয়া হয়েছে; বরং শিরক ও কুফরে লিপ্ত ব্যক্তিদের ওপর তো জাহান্নামও ক্রোধান্বিত হয়ে আছে। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা সুস্পষ্টভাবে বলেন– تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ হ্যাঁ, শিরক সৃষ্টিজগতের জন্য এক জঘন্য লাঞ্ছনাদায়ক ব্যাপার। সৃষ্টিজগতের জন্য এক বড়ো ধরনের সীমালঙ্ঘন। নিখিল বিশ্বকে মানহানিকর বস্তুকে পরিণত করে। সৃষ্টিজগৎকে অপদস্থ করে। কারণ, শিরক সৃষ্টির হিকমত ও রহস্যকেই অস্বীকার করে এবং সৃষ্টিরাজির সুমহান দায়িত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।

হাজারো উদাহরণ থেকে আমি শুধু একটি উদাহরণেরই ইশারা করব। তা হলো–

ওয়াহদাতের রহস্যে সৃষ্টিজগৎ একজন মহান ফেরেশতার মতো। তার রয়েছে লক্ষ লক্ষ মাথা; বরং সৃষ্টিরাজির সংখ্যা অনুযায়ী তার মাথা রয়েছে। তার প্রত্যেকটি মাথায় রয়েছে লক্ষ লক্ষ মুখ; বরং সৃষ্টিরাজির সকল প্রজাতির সংখ্যা অনুযায়ী তার মুখ রয়েছে। আর প্রত্যেকটি মুখে রয়েছে লক্ষ লক্ষ জিহ্বা; বরং তার সৃষ্টি-এককের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিভিন্ন অংশ এবং কোষ ও সেল সংখ্যা অনুযায়ী জিহ্বা রয়েছে। এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ ও বিস্ময়কর সৃষ্টি– এই মহান বাদশাহ– তার অসংখ্য অগণিত জিহ্বা দিয়ে সুমহান স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং তাঁর গুণকীর্তন করে, তাহলে তো এই সুমহান ফেরেশতা ইসরাফিলের আ. মতো ইবাদত করে।

এমনিভাবে তাওহিদের রহস্যে এই সৃষ্টিজগৎ একটি শস্যখেতের মতো– যা আখিরাতজগতের জন্য এবং আখিরাতের বাড়ির জন্য অনেক অনেক ফসল ও শস্য উৎপাদন করে। এই সৃষ্টিজগৎ একটি বিরাট কারখানার মতো– যা পরকালের বিভিন্ন স্তরের লোকদের আবশ্যক বিষয়াদি যেমন : মানুষের মূল্যবান আমল উৎপাদন ও প্রস্তুত করে। এই নিখিল বিশ্ব সিনেমার ক্যামেরার মতো– যা পৃথিবীর লখো ফটো তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত, সেগুলোকে আবার অনন্ত দৃশ্য হিসেবে পেশ করবে অবিনশ্বর জগতের বাসিন্দাদের সামনে এবং জান্নাতে প্রত্যক্ষদর্শীদের সামনে।

আবার সৃষ্টিজগৎ– তাওহিদের রহস্যে– প্রাণের অধিকারী দেহবিশিষ্ট অনুগত এক ফেরেশতার মতো, শিরক যাকে বিভিন্ন মূল্যহীন জড়পদার্থে পরিণত করে ফেলে। যার কোনো রুহ নেই, আত্মা নেই এবং কোনো প্রাণ নেই, জীবন নেই। স্থায়িত্ব নেই, অস্তিত্ব নেই, দায়িত্বও নেই। ধ্বংসস্তূপে পরিণত, যার কোনো মূল্য নেই। অস্তিত্বহীনতার গভীর আঁধারে নিমজ্জিত এবং তুচ্ছ দুর্যোগ ও মুসিবতের ভয়ে আতঙ্কিত। ফলে শিরক এই বিরাট কারখানা যেটা প্রভূত কল্যাণ ও সুফলদানের কেন্দ্র সেটাকে একটি অর্থহীন বস্তুতে পরিণত করে দেয়। এর থেকে কোনো কিছুই লাভ হয় না। কর্মশূন্য একটি প্রান্তর। নিষ্ফল আকস্মিকতা, বধির প্রকৃতি ও অন্ধক্ষমতা এতে সর্বদা সংঘর্ষে লিপ্ত থাকে। অনুভূতিসম্পন্ন সকল সৃষ্টির এক বিষাদময় মাতমখানায় পরিণত করে দেয়। সমস্ত প্রাণীর যন্ত্রণাদায়ক এক জবাইখানায় ও পশুহত্যার স্থানে পরিণত করে দেয়।

এমনিভাবে শিরক অনেক বড়ো বড়ো অন্যায় ও অপরাধের উৎস হয়ে যায়। এই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি কি জাহান্নামে চিরকাল শাস্তি ভোগ করবে না? অবশ্যই করবে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন– إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ যাই হোক, "সিরাজুন নূর" সংকলনে এই দ্বিতীয় ফল শীর্ষক আলোচনার আরও অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। সেখানে এর অনেক দলিল-প্রমাণও রয়েছে। তাই এখানে এই দীর্ঘ হাকিকতকে সংক্ষিপ্ত করলাম।

যে বিষয়টি আমাকে এই দ্বিতীয় ফল শীর্ষক আলোচনায় উদ্বুদ্ধ করেছে এবং উৎসাহ জুগিয়েছে সেটা হলো আমার এক আশ্চর্য অনুভূতি এবং বিশেষ এক আগ্রহ। সেটা হলো–

বসন্তকালের কোনো এক দিনে আমি গভীরভাবে চিন্তামগ্ন ছিলাম। তখন আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে, ভূপৃষ্ঠ জুড়ে অগণিত সৃষ্টিরাজি রয়েছে। সৃষ্টির প্রবাহ একটির পর একটি আসছেই। হাশরের লখো নমুনা

প্রকাশ করছে। এই সৃষ্টিরাজি– বিশেষ করে এর প্রাণীজগৎ, আরও বিশেষ করে এর ছোটো ছোটো প্রাণী– একটি প্রকাশ হয় আর এর আড়ালে আরেকটি গোপন হয়ে যায়। অবিরাম মৃত্যু ও বিনাশের দৃশ্য দেখা যায়। আমার সামনে এক যন্ত্রণাদায়ক ও বেদনাদায়ক দৃশ্য ফুটে ওঠে। আমার হৃদয়ে আঘাত লাগে। আমার ভেতরটাকে আহত করে। এতে আমি কান্নায় ভেঙে পড়ি। যখনই আমি সেই ছোটো ছোটো প্রাণীর মৃত্যুর দৃশ্য দেখি, তখনই আমার কান্না চলে আসে। আক্ষেপ করে বলতে থাকি, আহ! হায় আফসোস! হৃদয়ের গভীর থেকে দহনযন্ত্রণা অনুভব করি। যেই প্রাণগুলোর এই পরিণাম, সেগুলোর তো মৃত্যু ছাড়াও আরও এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাই।

এমনিভাবে আমি উদ্ভিদজগৎ ও প্রাণীজগতে দেখেছি যে, এই ছোটো ছোটো সুন্দর চমৎকার প্রাণীগুলো কী সুনিপুণ এবং কী অসাধারণ! এই প্রাণীগুলো কয়েক মুহূর্তের জন্য জীবন পেয়ে চোখ উন্মীলিত করতে না করতেই জীবন শেষ হয়ে যায় এবং এই বিশাল সৃষ্টিজগৎ দেখতে না দেখতেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আমি এই অবস্থা দেখেই বিষণ্ন হয়ে গেলাম। দুঃখে আমার অন্তর ফেটে গেল। আমার মনে হচ্ছিল যে, আমার নিকট তারা কেঁদে কেঁদে অভিযোগ করছিল যে, কেনই-বা তারা এই দুনিয়াতে এসেছে? এখানে এসে থাকতে না থাকতে কেনই-বা তাদেরকে আবার বিদায় নিতে হচ্ছে? আমার অন্তর তো সময়ের ও তাকদিরের বিরুদ্ধে একের পর এক ভীতিকর প্রশ্ন ছুড়ে দিচ্ছে। কারণ এমন সুন্দর নিখুঁত সৃষ্টিরাজি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে কোনো লক্ষ্য ছাড়া, কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া এবং কোনো কর্মফল ছাড়া। অতিদ্রুতগতিতে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অথচ আমরা এর বিরাট গুরুত্ব দেখি, এর সৃষ্টিকর্মে নিপুণতা দেখি এবং এর অভিনবত্বে নিখুঁত কর্মতৎপরতা দেখি। এদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পূর্ণাঙ্গ। এদের প্রতিপালন, বেড়ে উঠা এবং ব্যবস্থাপনায় রয়েছে সবিশেষ তত্ত্বাবধান। তাই এদের সৃষ্টি ও কাজে পরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এত সবকিছুর পর আমরা দেখি এগুলো অস্তিত্বহীনতার আঁধারে নিক্ষিপ্ত হয়, ধ্বংস ও বিনাশ হয়, বিদীর্ণ ও বিচ্ছিন্ন হয়। এ এক যন্ত্রণাদায়ক দৃশ্য। যখনই আমি এটা নিয়ে ভাবি তখনই আমার পূর্ণতাকামী, সৌন্দর্যপ্রেমী এবং উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান বস্তুর সন্ধানী উন্মত্ত অনুভূতিসমূহ চিৎকার দিয়ে ওঠে আর ফরিয়াদ করে বলে, কেন এই সৃষ্টিরাজির ওপর দয়া ও রহম করা হয় না? হায় আফসোস! দিশেহারা এই আবর্তন-বিবর্তনে এমন ধ্বংস ও বিনাশ কোত্থেকে আসে? এই ছোটো ছোটো কোমল সৃষ্টিগুলোর ওপর কীভাবে আপতিত হয়? মনের মধ্যে থাকা এই প্রশ্ন-আপত্তিগুলো আসতে শুরু করে। আর আসতে আসতেই এগুলো অভিমুখী হয় তাকদিরের দিকে। কারণ, এটা তো দৃশ্যমান হয় প্রাণের বাহ্যিক তাকদির হিসেবেই। এই যন্ত্রণাদায়ক ও দুঃখময় অবস্থা তো তাকদিরের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। তখনই তো আমার চিন্তায় পরিবর্তন এসেছে। ঈমান, তাওহিদ ও কুরআনের নূর এবং দয়াময় আল্লাহর দয়া ও করুণা আমাকে সাহায্য করেছে এবং দুশ্চিন্তার ধ্বংসস্তূপ থেকে উদ্ধার করেছে। সেই অন্ধকারকে আলোকিত করে দিয়েছে। আমার কান্না, আমার বিলাপ এবং আমার আক্ষেপ আনন্দ ও স্বাচ্ছন্দ্যে পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে। আগে আমি আফসোস করতাম, দুঃখপ্রকাশ করতাম। দীর্ঘশ্বাস নিতাম। এখন এগুলোর পরিবর্তে মাশাআল্লাহ, বারাকাল্লাহ বলে আল্লাহর প্রশংসা প্রকাশ করি। এখন তো আমি এও বলি– "আলহামদুলিল্লাহি আলা নূরিল ঈমান।" এখন আমি তাওহিদের রহস্যে দেখি, প্রত্যেকটি সৃষ্টি, বিশেষ করে প্রত্যেকটি প্রাণবিশিষ্ট সৃষ্টি, সকল সৃষ্টিরই রয়েছে অসংখ্য কর্মফল ও ফলাফল এবং অনেক অনেক উপকারিতা।

উদাহরণস্বরূপ : প্রত্যেকটি প্রাণী, হোক তা এই সুশোভিত ফুটন্ত ফুল, হোক তা এমন এক মিষ্টিওয়ালা মাছি, এর প্রত্যেকটি আল্লাহর ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তিমালা। এগুলোর রয়েছে সুগভীর মর্ম ও তাৎপর্য। অনুভূতির অধিকারী অসংখ্য সৃষ্টি এগুলোকে পাঠ করে, অধ্যয়ন করে। পূর্ণ তৃপ্তির সাথে। হৃদয়ের অনুভূতির সাথে। এটা আল্লাহর মহামূল্যবান এক অলৌকিকতা। আল্লাহর ক্ষমতার অসাধারণ সৃষ্টিশীলতা। এটা এমন এক ফলক– যা আল্লাহর হিকমত ও রহস্যের ঘোষণা করে। অসংখ্য মূল্যায়নকারী এবং সৌন্দর্যসন্ধানীর সামনে মহামহিম স্রষ্টা ফাতিরে জুলজালালের সুনিপুণ সৃষ্টিকর্মকে উপস্থাপন করে। মনোমুগ্ধকর দৃশ্যে, অপরূপ সৌন্দর্যে।

এমনিভাবে এই প্রাণবন্ত সৃষ্টবস্তুকে সৃষ্টি করার মহোত্তম ফলাফলই হলো সুমহান স্রষ্টার চোখের সামনে প্রকাশ হয়ে থাকা, যিনি নিজেই নিজ সৃষ্টিকর্মের সৌন্দর্য, স্বভাব-প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং তাঁর নামের তাজাল্লির সৌন্দর্যকে ছোটো ছোটো আয়নার মধ্যে দেখতে পারেন। আরও উদ্দেশ্য রয়েছে যে, প্রাণবন্ত সৃষ্টিবস্তুর স্বভাব-প্রকৃতির সুমহান দায়িত্ব হলো পাঁচটি বিষয়কে পালন করা। চব্বিশতম মাকতুবের মধ্যে এই বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এটাই হলো আল্লাহর পূর্ণতা এবং নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্য। এই পূর্ণতা ও প্রভুত্বই সৃষ্টিজগতের নিরঙ্কুশ কর্তৃত্বের দাবি করে।

তবে আমার মনে হচ্ছে যে, এই প্রাণবন্ত সৃষ্টির যে উপকারিতা ও ফলাফল থাকা সত্ত্বেও এই সৃষ্টি স্বস্থানে নিজের রুহকে ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছে, যদি সেটা রুহবিশিষ্ট হয়ে থাকে। স্মৃতির মধ্যে এবং সংরক্ষিত সকল ফলকের মধ্যে নিজের আকৃতি-প্রকৃতিকে রেখে যাচ্ছে। নিজের বীজের মধ্যে ও ডিম্বাণুর মধ্যে একপ্রকার ভবিষ্যৎ অস্তিত্বকে এবং নিজের বৈশিষ্ট্যের নীতিগুলোকে স্থাপন করে যাচ্ছে। আয়নার মতো প্রতিবিম্বিত সৌন্দর্য ও পূর্ণতার বৈশিষ্ট্যগুলোকে অদৃশ্য জগতে এবং আল্লাহর নামের সীমারেখার মধ্যে সঞ্চিত করে রেখে যাচ্ছে। এই সবগুলোর পর, অবসানের আবরণের নিচে বাহ্যিক মৃত্যুতে সীমাহীন আনন্দ বয়ে যায়। অর্থাৎ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার আনন্দে আনন্দিত হয়। শুধু জাগতিক দৃষ্টি থেকেই আরাল হয়ে যায়।

হ্যাঁ, প্রাণবন্ত সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যকে আমার এমনই মনে হচ্ছে। তাই তো আমি মনের গভীর থেকে বলছি, আলহামদুলিল্লাহ; সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর।

এই বিভিন্ন প্রকার সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা যায় সৃষ্টিজগতের প্রতিটি ধাপে ধাপে এবং সৃষ্টির সর্বশ্রেণির বিভিন্ন স্তরে। এই সৌন্দর্যের রেশ ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। এই সৌন্দর্যের রয়েছে সুদৃঢ় মজবুত ভিত্তি, যার মধ্যে কোনো ধরনের ত্রুটি নেই, কোনো কমতি নেই। সমুজ্জ্বল ও আলোকময়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই সৌন্দর্য প্রমাণ করে যে, শিরক যেই কদর্যতা ও বীভৎসতার দাবি করে– তা সুনিশ্চিতভাবেই অসম্ভব ও ধারণাপ্রসূত। কেননা, সৃষ্টিজগতের অস্তিত্বে এই গভীর সৌন্দর্যের আড়ালে (শিরকের) এমন কুৎসিত ও বীভৎস রূপ থাকতে পারে না; বরং এর তো অস্তিত্ব থাকাটাই অসম্ভব। আর যদি এই শিরকের অস্তিত্ব পাওয়া যেত, তাহলে সেই সৌন্দর্যের কোনো বাস্তবতাই থাকত না, এর কোনো ভিত্তিই থাকত না। তখন এই সৌন্দর্য হয়ে যেত অসার ও ধারণাপ্রসূত।

এর অর্থ হলো, আসলে শিরকের কোনো হাকিকতই নেই। শিরকের রাস্তা পুরোটাই মূল থেকেই বন্ধ; বরং দুর্গন্ধযুক্ত জলাভূমিতে শিরকের স্থান ও অবস্থান। তাই শিরক অসম্ভব ও অবাস্তব। ঈমানের এই অনুভূতিসম্পন্ন হাকিকতকে আমি সিরাজুন–নূরের বিভিন্ন পুস্তিকায় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছি। তাই এখানে সংক্ষেপে ইশারা করেই শেষ করলাম।

তাওহিদের তৃতীয় ফল

এই ফলটি অনুভূতিসম্পন্নদের উদ্দেশ্যে লিখিত, বিশেষ করে মানবজাতির উদ্দেশ্যে।

হ্যাঁ, ওয়াহদাতের রহস্যে, সমস্ত সৃষ্টিজীবের মধ্যে মানবজাতি হলো সুমহান পূর্ণতার অধিকারী। সৃষ্টিরাজির সবচেয়ে মূল্যবান ফল। সৃষ্টিজগতের পূর্ণাঙ্গতম ও চমৎকার সৃষ্টি। প্রাণীজগতে সবচাইতে সৌভাগ্যবান প্রাণী। রাব্বুল আলামিনের সম্বোধনপ্রাপ্ত এবং আল্লাহর খলিল ও মাহবুব হওয়ার যোগ্য। মানুষের সকল বৈশিষ্ট্য এবং তার সুমহান সকল লক্ষ্য-উদ্দেশ্য তাওহিদের সাথে সংশ্লিষ্ট। এগুলো তাওহিদের রহস্যে সুসাব্যস্ত। ওয়াহদাতের রহস্যের দ্বারা অস্তিত্ব পায়। ওয়াহদাত যদি না-ই থাকত, তাহলে মানুষ হয়ে যেত নিকৃষ্টতম সৃষ্টি, হীনতম সত্তা, দুর্বলতম প্রাণী। অনুভূতিসম্পন্নদের মধ্যে সবচেয়ে বিষণ্ন এবং কঠিন যন্ত্রণাদগ্ধ ও বেদনাহত। এর কারণ হলো– মানুষের রয়েছে অসীম অক্ষমতা এবং অসংখ্য শত্রু। মানুষের রয়েছে চলমান অসংখ্য অভাব-অনটন এবং সীমাহীন দরিদ্রতা ও প্রয়োজন। এসব সত্ত্বেও মানুষের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, বিভিন্ন অনুভব এবং এই পরিমাণ অনুভূতিশক্তি– যা দিয়ে সে লক্ষাধিক যন্ত্রণা অনুভব করতে পারে এবং লক্ষ লক্ষ স্বাদ-তৃপ্তি উপভোগ করতে পারে, তাহলে এটা তো স্বাভাবিকই হবে যে, মানুষের বিভিন্ন উদ্দেশ্য এবং আকাঙ্ক্ষা-চাহিদা শুধু তাঁর ডাকেই সাড়া দেবে, যাঁর হুকুম সমস্ত সৃষ্টিজগতে কার্যকর হয়ে থাকে।

উদাহরণস্বরূপ, মানুষের মধ্যে চিরকাল বেঁচে থাকার প্রবল আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা-বাসনা রয়েছে। তার এই আশা-আকাঙ্ক্ষা ও কামনা-বাসনা শুধু সেই সত্তাই পূরণ করতে পারবে, যাঁর রয়েছে এই বিশাল সৃষ্টিজগৎকে একটি প্রাসাদের মতো পরিচালনার ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব। যিনি অনায়াসেই এই নিখিল বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। যিনি এই পার্থিব জগতের দ্বার বন্ধ করে দিয়ে উন্মুক্ত করে দেবেন আখিরাতের দ্বার। যেমন : কোনো বাড়ির এক দরজা বন্ধ করে খুলে দেওয়া হয় আরেক দরজা।

তাই মানুষের মধ্যে রয়েছে হাজারো আকাঙ্ক্ষা। এসব আকাঙ্ক্ষা ইতিবাচক হতে পারে আবার নেতিবাচকও হতে পারে। যেমন : একটি হলো, আমাদের চিরকাল বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা। সেই আকাঙ্ক্ষা চিরকাল ও অনন্তকাল বিস্তৃত এবং সেই আকাঙ্ক্ষা জগৎ জুড়ে প্রসারিত। তাই এই কামনা-বাসনাকে প্রশান্তিদায়ক করতে পারে, এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে এবং মানুষের মনের গভীর দুটি ক্ষত অর্থাৎ অক্ষমতা ও দরিদ্রতার ক্ষত দূর করতে পারে শুধু সেই সত্তা, যাঁর হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বস্তুর কর্তৃত্ব এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা।

এমনিভাবে মানুষের মধ্যে রয়েছে আরও কিছু সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্র চাহিদা, যেগুলো তার অন্তরকে বিশেষভাবে শান্তি ও প্রশান্তি দান করে এবং সুস্থতা ও নিরাপত্তা প্রদান করে। মানুষের রয়েছে আরও কিছু সামগ্রিক বিস্তৃত চাহিদা ও উদ্দেশ্য, যেগুলো তার রুহ ও আত্মা চিরস্থায়ী হওয়ার উৎস এবং চিরসুখ-সৌভাগ্য লাভের মূল হিসেবে কাজ করে। তার এই চাহিদা ও উদ্দেশ্যগুলো শুধু সেই সত্তাই বাস্তবায়ন করতে পারবে যিনি দেখতে পারেন, অন্তরে লুকানো গোপন ভেদ ও রহস্য এবং সেগুলো পরিচালনা করতে পারেন– যিনি শুনতে পারেন গোপনতম অস্পষ্ট মৃদু ডাক ও আওয়াজ এবং সেগুলোর ডাকে সাড়া দিতে পারেন; সেই সত্তাই এই চাহিদা ও উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়ন করতে পারেন, যাঁর রয়েছে সুবিশাল দায়িত্বে নিয়োজিত আসমান-জমিন নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা। যেমন করে নির্দেশের অনুগত সৈনিককে নিয়ন্ত্রণ